52

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 OCT 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

২

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড না মৃত্যুদণ্ড ?

"শিক্ষা ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়" শীর্ষক ২২ ভাদ্র ইনকিলাবে প্রকাশিত নিবন্ধটি প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে লেখিকার ক্ষোভ যথার্থ। শিক্ষা জাতির 'মেরুদণ্ড' না হয়ে জাতির 'মৃত্যুদণ্ডে' পরিণত হলো কেন তার মূল কারণ খুঁজে বের করতে হবে। শুধু শিক্ষিতদের উপর দোষ চাপিয়ে সামাজিক প্রতিরোধ বা আইনগত ব্যবস্থায় তার সাময়িক প্রতিবিধান হলেও স্থায়ী সমাধান সুদূরপরাহত। কারণ, ধর্মজ্ঞানহীন শিক্ষার পরিপুষ্টি দুরাচারির ক্রমবর্ধিত সংখ্যা কন্ট্রোলের বাইরে চলে যারে যা বর্তমান পরিস্থিতিই প্রমাণ করছে। দেশে প্রচলিত দু'ধারায় শিক্ষা ব্যবস্থা, যথা ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষার স্থলে প্রথমোক্ত শিক্ষায় ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পরকালীন জীবনে জবাবদিহির অনুভূতিতে তৈরী শিক্ষিতরা অধার্মিকতা, অনৈতিকতা ও যাবতীয় দুর্নীতি অপকর্মাদি হতে স্বভাবতই বিরত থাকছে। পক্ষান্তরে সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্রে ঐ শিক্ষা অনুপস্থিত বলে স্বভাবতই তারা যদৃচ্ছা ও বেপরোয়া যাবতীয় দুর্নীতি অপকর্মাদি চালিয়ে যাচ্ছে, এ জন্যে প্রধানতঃ শিক্ষা নীতিই দায়ী— যার ঐতিহাসিক প্রমাণ নিম্নে দ্রষ্টব্য ঃ ১৭৫৭ইং সনে সম্পূর্ণ ভারত বিজয়ের পর লণ্ডনে বৃটিশ পার্লামেন্টে বিজয় উৎসবে নানা মুনির নানা বক্তব্যের পর আইনমন্ত্রী লর্ড ম্যাকলে স্বহর্ষে ঘোষণা করেছিল "We must do our best..... whom we govern". অর্থাৎ "আমাদের অবশ্যই আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে এখন এক দল লোক তৈরী করতে যারা 'রক্ত ও বর্ণের' দিক দিয়ে থাকবে ভারতীয়, কিন্তু 'রুচি, মতবাদ, নৈতিকতা ও বুদ্ধিমত্তার' দিক দিয়ে তারা হবে ইংরেজ। তারা আমাদের ও আমাদের লক্ষ লক্ষ শাসিতের মধ্যে করবে দোভাষীর কাজ।" এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিয়া দ্রষ্ট্যব) তারই সুপারিশকৃত গৃহীত শিক্ষা নীতি ১৮৩৪ সনে ভারত উপমহাদেশের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার তার রচিত "দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান" বইতে লিখেছেন— "আমাদের শিক্ষা প্রণালীতে মুসলমান ছেলেদের ধর্মীয় শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। আমরা যেমনি একদিকে তাদের সম্পূর্ণ অনুপযোগী একটা শিক্ষা ব্যবস্থা আমদানী করেছি, অপরদিকে তেমনি তাদেরই শিক্ষা মূলধন ও সম্পদ আত্মসাৎ করেছি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে মুসলমানগণ তাদের অতীত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস হারাতে বসলো।"

স্মর্তব্য, দেড়শ' বছর পূর্বের "হারাতে বসলো" মন্তব্যটি এখন সম্পূর্ণ হারিয়ে হতভাগ্য বহু উচ্চ শিক্ষিত-শিক্ষিতা নর-নারী ধর্মদ্রোহিতা ও নাস্তিক্যবাদিতায় পৌঁছে প্রকাশ্যে আস্ফালনে মেতে উঠেছে তা সর্বজনবিদিত। জাতির সৌভাগ্য যে, জাতীয় (ধর্মীয়) শিক্ষা, আত্মিক তালীম, তাবলীগ, ওয়াজ-নসিহত ইত্যাদি অব্যাহত না থাকলে এদেশ বহু পূর্বেই একদা মুসলিম অধ্যুষিত স্পেনের মত খৃষ্টান রাজ্যে পরিণত হতো।

অতএব আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম শিশু-কিশোরদের সৎ, ধার্মিক, চরিত্রবান, নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ও সুনাগরিক রূপে গড়ে তুলতে হবে। বর্তমানে মাদ্রাসা পাঠ্য বহুলাংশে খর্ব করত স্কুল-কলেজের সর্ব মিশ্র পাঠ্যে প্রবর্তিত মাদ্রাসা শিক্ষার সন্তানদের পড়াতে হবে। যা একক শিক্ষার পূর্ণ দাবী রাখে এ শিক্ষা ও শিক্ষকদের স্কুল-কলেজের সম্মান দেয়া হয়েছে। এদিকে অভিভাববৃন্দের আশু দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বর্তমানে অধ্যয়নরত সাধারণ শিক্ষার্থীদের একাংশ ইসলামী সাহিত্য বই পুস্তকাদি অধ্যয়ন করতঃ নিজেদের জাতীয় চরিত্রে গড়ে তুলছে তা সর্বজনবিদিত। এদিকে ছাত্র ও অভিভাবকবৃন্দের আশু দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া মানবতা ও নিজ নিজ স্বার্থে অপরিহার্য কর্তব্য, অন্যথায় কাল রোজ হাশরে জাহান্নামী সন্তানেরা অভিযোগ করবে "হে প্রতিপালক! আমরা আমাদের সরদারদের ও মুরব্বীদের অনুসরণ করতাম, তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে; অতএব আপনি তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং দ্বিগুণ লানত করুন।"... তাদের আমাদের পায়ের নিচে দিন যাতে দলিতমথিত করে হীনতর করে দিতে পারি।" পবিত্র কোরআনের এ শিক্ষা মহান আল্লাহ আমাদের নছিব করুক। আমীন॥

—মোঃ আরিফুর রহমান